খাদিজাতুল কোবরা

হযরত খাদিজাতুল কোবরা

রাদিয়াল্লাহু আনহা

মায়েল খায়রাবাদী
অনুবাদ ঃ অধ্যাপক এ. এম. মোহাম্মদ মোসলেম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. আবদুল খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৭৫

১ম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৮০
৬ষ্ঠ প্রকাশ

জিলকদ	১৪২৭
অগ্রহায়ণ	১৪১৩
নভেম্বর	২০০৬

বিনিময় মূল্য ঃ ১৪.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

HAZRAT KHADIZATUL KOBRA by Maael Khairabadi. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 14.00 Only.

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

উম্মুল মু'মিনীন
হযরত খাদিজাতুল কোবরা রাদিয়াল্লাহু আনহা

নারীকুল শিরোমণি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন যে, "আখেরী নবীর স্ত্রীদের মধ্যে (সত্য ও ন্যায়ের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে) হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার প্রতি আমার যে ঈর্ষা ছিলো অন্য কারো প্রতি তা ছিলো না। অথচ আমি তাঁকে কখনো দেখিনি। বিশ্বনবী প্রায়ই তাঁর কথা স্মরণ করতেন বলেই আমি তাঁকে ঈর্ষা করতাম।"

উপরোল্লিখিত বাক্যগুলো বিখ্যাত হাদীসের কিতাব মেশকাত শরীফের একটি হাদীসের প্রথমাংশের অনুবাদ। এ হাদীস আমাদের সেই সম্মানিয়া মা বর্ণনা করেছেন, যার জ্ঞান গরিমা, ইজতিহাদী প্রতিভা এবং শ্রেষ্ঠত্বের কথা হাদীস গ্রন্থসমূহে অসংখ্য স্থানে উল্লিখিত আছে। এই সর্বগুণ সম্পন্না মহীয়সী স্ত্রীর উপস্থিতি সত্ত্বেও হযরত রাসূলুল্লাহর বিবি খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার কথা বার বার স্মরণ করার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা অসাধারণ গুণাবলী এবং যোগ্যতার অধিকারিণী ছিলেন। আসুন এখন আমরা দেখি কি কারণে আখেরী নবী তাঁকে এত অধিক স্মরণ করতেন ঃ

হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা কি অসাধারণ রূপবতী ও সৌন্দর্যের অধিকারিণী মহিলা ছিলেন ? তাঁর রূপ ও সৌন্দর্য সম্পর্কে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আর একটু অগ্রসর হয়ে বলেন ঃ "হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা একজন বিগত যৌবনা বৃদ্ধা মহিলা ছিলেন।" অন্যান্য হাদীস দ্বারাও জানা যায় যে, উম্মুল মু'মিনীনদের মধ্যে খোদ হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা, হযরত সুফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা বেশী সৌন্দর্যের অধিকারিণী ছিলেন। সাথে সাথে আমাদের একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, বাহ্যিক ও দৈহিক সৌন্দর্য হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

www.pathagar.com

সাল্লামকে কারো প্রতি আকৃষ্ট করাতে পারেনি। এখন প্রশ্ন হলো, তাহলে কি কারণে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে এত অধিক স্মরণ করতেন?

হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা জ্ঞানের দিক দিয়ে কি শীর্ষস্থানীয়া ছিলেন ? তাও ছিলেন না। কেননা এ সম্পর্কে কোথাও কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। সকল মুহাদ্দিস এ ব্যাপারে একমত যে, জ্ঞান ও গুণের দিক দিয়ে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা শ্রেষ্ঠ সাহাবীদের মধ্যেও প্রথম কাতারের। এত জ্ঞানী-গুণী স্ত্রীর উপস্থিতিতেও কেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে স্মরণ করতেন ?

উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা কি ধন-সম্পদ ও বংশ মর্যাদার দিক থেকে শীর্ষস্থানীয়া ছিলেন ? হ্যাঁ তাঁর মধ্যে এই গুণাবলী ছিল। তাই বলে অন্যান্য উম্মুল মু'মিনীন এই ব্যাপারে কেউ কম ছিলেন না। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা মক্কার অন্যতম নেতা ও খলীফা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কন্যা ছিলেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু শ্রেষ্ঠ দাতা, গরীব দুঃখীদের প্রতিপালক এবং বংশ মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। হযরত সুফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা খায়বারের সর্দারের কন্যা এবং হযরত হারুন আলাইহিস সালামের বংশধর ছিলেন। হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা ফারুকে আযম হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কন্যা ছিলেন এবং হযরত উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহা মক্কার সরদার আবু সুফিয়ানের কন্যা ছিলেন। এভাবে অন্যান্য সব উম্মুল মু'মিনীন বংশ, মর্যাদা ও ধন-সম্পদে শীর্ষস্থানীয়া ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয়তা, মান-মর্যাদা ও বংশ-গৌরব সব ক্ষেত্রেই আরবের শ্রেষ্ঠ এবং শীর্ষস্থানীয় গোত্রসমূহের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলো। এটা স্পষ্ট যে, কেবল মাত্র হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা একাই এ সমস্ত গুণাবলীর অধিকারিণী ছিলেন না। তাছাড়া এটাও প্রশ্ন যে, ধন-সম্পদ ও বংশ মর্যাদাই কি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাল লাগা না লাগা, পসন্দ অপসন্দের মাপকাঠি হতে পারে? যখন আমরা দেখতে পাই সমগ্র আরববাসীর পক্ষ থেকে কুরাইশ সরদার উত্‌বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইসলামের প্রচার ও প্রসার কার্যের ব্যাপারে শিথিলতা এবং

www.pathagar.com

সমঝোতার প্রশ্নে প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, যদি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে আপোষে রাজী হন, তবে তার বিনিময়ে তারা তাঁকে আরবের সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা, অগণিত ধন-সম্পদ এবং গোটা আরবের কর্তৃত্ব দিতে প্রস্তুত। কিন্তু মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ প্রস্তাব শোনা মাত্রই দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করলেন। যদি এ লোভনীয় প্রস্তাবগুলো আকর্ষণের কারণ না হয়ে থাকে, তবে এমন কি কারণ থাকতে পারে, যার জন্য হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে এত অধিক স্মরণ করতেন?

এ সমস্ত বিচার-বিশ্লেষণের পরে হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা এত প্রিয়পাত্রী হওয়ার আসল কারণ সম্পর্কে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বর্ণিত একটি হাদীসের শেষাংশের দিকে ফিরে যাব। সেখানে তিনি বলেছেন যে, বিশ্বনবী এরশাদ করেছেন ঃ "আল্লাহর কসম তিনি আমাকে খাদিজার চেয়ে ভালো স্ত্রী দান করেননি। খাদিজা ঐ সময় আমার উপরে (নবী হিসেবে) বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, যখন জনসাধারণ আমাকে অবিশ্বাস করেছে। তিনি আমাকে ঐ সময় (দীনের প্রতিষ্ঠার জন্য) ধন-সম্পদ দিয়েছেন, যখন কোনো ব্যক্তি আমাকে দিতে প্রস্তুত ছিলো না।" অন্য এক হাদীসে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বর্ণনাতে পাওয়া যায় যে, "যখন আমার কোনো সাহায্যকারী ছিল না, তখন তিনি (ইকামাতে দীনের জন্য) আমাকে সাহায্য করেছেন।"

এখন এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হলো যে, উপরোক্ত বিষয়ই তাঁকে বেশী বেশী স্মরণ করার প্রত্যক্ষ কারণ ছিল। যেদিন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, সে দিন থেকে আরম্ভ করে মৃত্যু পর্যন্ত তনু, মন, ধন দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ ছিলেন। অতপর ইসলাম গ্রহণের পরে তো সমগ্র জানমালই কুরবান করে দিয়েছিলেন। তার বাকী জীবনের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস আমাদের একথার সত্যতা প্রমাণ করে। দীন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উম্মুল মু'মিনীনদের মধ্যে তাঁর উদাহরণ একমাত্র তিনিই ছিলেন। আজ দীন প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বব্যাপী যে ইসলামী আন্দোলন চলছে সেখানে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও অংশ নিচ্ছেন। এ প্রেক্ষিতে হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু

www.pathagar.com

আনহার ঘটনাবহুল জীবন বৃত্তান্ত বার বার আমাদের সম্মুখে আসা উচিত। এজন্য যেন আমরা তাঁর অনুকরণীয় মহান আদর্শের মাধ্যমে সঠিক পথের সন্ধান পাই। যার অছিলায় আমরা আমাদের মনযিলে মকসুদে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে পারি।

বংশ পরিচয়

হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা মক্কার এক সরদার খোয়াইলিদের কন্যা ছিলেন। তাঁর মাতার নাম ফাতিমা বিনতে যায়েদা, পিতা-মাতা উভয় কুরাইশ বংশের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কুরাইশ বংশের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে তাঁর সাথে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোত্রীয় আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল এবং এ আত্মীয়তার সম্পর্ক খুব দূরের ছিল না। তিন চার পুরুষ উর্ধে গিয়েই হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার বংশীয় সম্পর্ক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বড় দাদা কুসাইর সাথে গিয়ে মিলে যায়।

হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ঠিক ঐ সময় জন্ম নেন যখন আরবের জাহেলিয়াত তার পূর্ণ যৌবনে পৌছেছিল। এই জাহেলিয়াতের বড় শিকার এবং আনন্দ-স্ফূর্তির বড় উপকরণ ছিল সাধারণত দুর্বল দাসদাসী এবং নারী সমাজ। কুফরী এবং শিরক সাধারণভাবে লোকদেরকে অহংকারী, মদ্যপ, জুয়াড়ী, সুদখোর, আরাম প্রিয় এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ, ঝগড়া-কলহে লিপ্ত রাখত। নির্লজ্জতার পর্যায় এমন ছিল যে, কবিরা নিজ প্রেমিকার নাম প্রকাশ্য সভায় গর্ব ভরে উল্লেখ করে আনন্দ লাভ করত।

আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে যে, যত উঁচু এবং বড় ঘরের মহিলা তার প্রতি আসক্ত হতো সে অনুপাতে তার গর্ব প্রকাশ এবং কাব্যের মধ্যে উচ্ছ্বাসও বেড়ে যেত। চোখের পানি এমনভাবে শুকিয়ে গিয়েছিল যে, পিতার মৃত্যুর পর পুত্র তার সৎ মাকেও অন্যান্য সম্পত্তির সাথে বণ্টন করে নিজ স্ত্রীদের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে সামান্য সংকোচবোধ করত না। চরিত্রহীনতা ও অনৈতিকতার ক্ষেত্রে পুরুষ যেমন অধপাতে গিয়েছিল নারীরাও সমান তালে তাদের সাথে তলিয়ে যেত। এমন কি বেশী অগ্রসর হতেও দ্বিধাবোধ করত না। এ সময় আরবে এক পুরুষের যেমন বহু স্ত্রী রাখার রেওয়াজ ছিল তদ্রূপ এক স্ত্রীরও বহু স্বামীর সাথে সম্পর্ক রাখতে পারাটা গর্বের বিষয় ছিল।

www.pathagar.com

এ ধরনের অধপতিত সমাজে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার নৈতিকতা ও লজ্জাবোধ এত উঁচু মানের ছিলো যে, তার সতীসাধ্বীপনার এ স্বাতন্ত্রকে সেই সমাজেও 'তাহেরা' অর্থাৎ পূত-পবিত্র উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। তাঁর দ্বিতীয় উপাধি 'কোবরা' এটা ইসলাম গ্রহণের পরে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের মধ্যে প্রথমা, বয়োজ্যেষ্ঠা এবং শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণে পেয়েছিলেন। উম্মুল মু'মিনীন উপাধি দিয়ে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিশ্ব নবীর সকল স্ত্রীকেই শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করেছেন।

বাল্যকাল

উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদিজাতুল কোবরা রাদিয়াল্লাহু আনহা এক সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য পিতার সুন্দরী, সতী-সাধ্বী ও উন্নত চরিত্রের অধিকারিণী কন্যা ছিলেন। এ কারণে বয়োসন্ধিক্ষণে পৌঁছার সাথে সাথে কুরাইশ বংশের শ্রেষ্ঠ পরিবার সমূহ থেকে তাঁর বিয়ের প্রস্তাব আসতে শুরু করে। এক ধনাঢ্য এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে আবু হালার সাথে তাঁর বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। আবু হালার ঔরসে তাঁর দুই পুত্র সন্তান হালাহ এবং হিন্দের জন্ম হয়। হালাহ যুবক অবস্থায় এক দুর্ঘটনায় মারা যায়। হিন্দ দীর্ঘায়ু হয় এবং পরবর্তী জীবনে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করে এবং জিহাদে শাহাদাত বরণ করেন।

আবু হালাহ দীর্ঘায়ু লাভ করেনি, বিয়ের মাত্র কয়েক বছর পরেই তার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর পরে হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা আতিক বিন আবেদের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। আতিকও এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে ছিল। সে ঘরে হযরত খাদিজার গর্ভে মাত্র একটি কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়। তার নামও ছিল হিন্দ। তিনিও পরবর্তী জীবনে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং পুত্র-কন্যার মা হন। বিশিষ্ট সাহাবা হযরত মুহাম্মাদ মাখ্যুমা তাঁরই গর্ভজাত পুত্র ছিলেন।

দ্বিতীয় স্বামী আতিকও অতি অল্প দিনের মধ্যেই ইহলোক ত্যাগ করেন। এ সময় তাঁর পিতা খোয়াইলিদ বিখ্যাত ফুজ্জারের লড়াইতে নিহত হন। হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা দ্বিতীয়বার বিধবা হওয়ার সাথে সাথে এতীমও হন। পিতা একজন প্রতিষ্ঠিত ধনী ব্যবসায়ী হওয়ার

www.pathagar.com

কারণে তাঁর মৃত্যুর পর হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা অনেক ধন-সম্পদের মালিক হলেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল ত্রিশ বছর। এ সময়ও অনেকে তাঁকে বিবাহ্ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে, কিন্তু তিনি সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি একজন সাহসী এবং বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন। তিনি পিতার পরিত্যক্ত ধন-সম্পদের দিকে দৃষ্টি দিলেন এবং ব্যবসা গুছিয়ে ফেললেন। ব্যবসার ব্যাপারে তিনি কোনো অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিশ্বাসী ব্যক্তির সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হতেন। চুক্তিবদ্ধ ব্যবসায়ী ব্যবসা উপলক্ষে দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে বিদেশে যাবার সময় হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার মালও সাথে নিত। ব্যবসা শেষে ফিরে আসার পরে হিসাব-নিকাশান্তে যার যার লভ্যাংশ তাকে বণ্টন করে দিতেন।

হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা এভাবে দীর্ঘ দশ বছর ব্যবসা পরিচালনা করেন। কিন্তু তিনি ব্যবসা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সর্বদাই একজন বিশ্বাসী, সদালাপী ও যোগ্য ব্যক্তির সন্ধানে ছিলেন। তিনি নিজের দাসদের মাধ্যমে লোকদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতেন। শেষ পর্যন্ত তিনি এ ব্যাপারে সফল হন। এ সাফল্য তাঁর ধারণা ও কল্পনার অতীত ছিল। তিনি সাময়িক বৈষয়িক কারবারের জন্য একজন সহকর্মীর অনুসন্ধান করছিলেন। কিন্তু ভাগ্যবলে তিনি এমন পূত-পবিত্র ব্যক্তির সন্ধান পেলেন, যার সাথে পরবর্তী কালে শুধু বৈষয়িক ব্যবসায়িক সম্পর্কই নয় বরং পরকালের চিরস্থায়ী ব্যবসায়ের চুক্তি হলো এবং তিনি তাঁকে পরকালীন সম্পদ দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিলেন।

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ সময় মাত্র পঁচিশ বর্ষে পদার্পণ করেছিলেন। পিতৃব্য আবু তালিবের সাথে থেকে ব্যবসা সম্পর্কে মোটামুটি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা এবং ভদ্র ব্যবহারের কথা মক্কার ঘরে ঘরে সকলের মুখে মুখে বহুল আলোচিত ছিল। এ খবর খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার গোচরীভূত হলে তিনি লোক মারফত হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রস্তাব পাঠালেন যে, যদি তিনি তাঁর ব্যবসায়ের দায়িত্ব নেন, তবে অন্যদের যে লভ্যাংশ দেন তার দ্বিগুণ তাঁকে দিতে প্রস্তুত। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে তাঁর চাচা আবু তালিবের সাথে পরামর্শ করে এ প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। তিনি হযরত খাদিজা

www.pathagar.com

রাদিয়াল্লাহু আনহার ব্যবসায় সামগ্রী নিয়ে সিরিয়াভিমুখে যাত্রা করলেন। হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজ ভৃত্য মায়সারা এবং আত্মীয় খোযায়মাকে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গী হিসেবে দিলেন। ব্যবসা থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা হিসাবান্তে দেখলেন যে, এবারে অন্যান্যবারের তুলনায় দ্বিগুণ মুনাফা হয়েছে। তিনি তার প্রেরিত লোকদের কাছে সফরের সময়কার ঘটনার বিষয় প্রশ্ন করে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উন্নত চরিত্র, সদালাপ, ভদ্র ব্যবহারের ভূয়সী প্রশংসা শুনে অভিহিত হয়ে পড়লেন। শুনার পরে তাঁর হৃদয়ে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য এক অব্যক্ত ভালোবাসা ও আকর্ষণের সৃষ্টি হলো, তাঁর হৃদয়ে এ ব্যক্তিকে স্বামী হিসেবে পাওয়ার প্রবল আকাংখার সৃষ্টি হলো। কিন্তু একজন বুদ্ধিমতী মহিলা হিসেবে বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার ব্যাপারে ইতস্তত করছিলেন। তিনি ভাবলেন ঃ যেখানে মক্কার বড় বড় সম্ভ্রান্ত বংশের ধনাঢ্য ব্যক্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি, সেখানে এ দীনহীন ব্যক্তির সাথে পরিণয়ের প্রস্তাবে না জানি লোকজন কি বলে। অন্যদিকে চল্লিশ বছরের এক প্রৌঢ়া রমণীর সাথে মাত্র পঁচিশ বছরের এক যুবকের বিয়ের প্রস্তাব বেমানান। যুবক প্রস্তাব গ্রহণ করে না প্রত্যাখ্যান করে সেটাও ভাববার বিষয়। মোটকথা, এ সময় তিনি এ ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ছিলেন।

বুদ্ধিমতী হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ব্যাপারটি অতিসতর্কতার সাথে সুষ্ঠুভাবে সমাধান করে ফেলেন। তিনি বিশ্বাস ভাজন এক সখী নাফিসাকে তাঁর অন্তরের গোপন বাসনা জানিয়ে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রেরণ করেন। নাফিসাও খুব বুদ্ধিমত্তার সাথে এ প্রস্তাব হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে উপস্থাপন করে। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার চরিত্র সম্পর্কে পূর্বাহ্নে ভালোভাবে অবগত ছিলেন। তিনি চাচা আবু তালিবের কাছে প্রস্তাবের বিষয় বললে তিনি প্রস্তাবের পক্ষে মত দিলেন। তখন তিনি নাফিসার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। এতদিনে হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার মনের আশা পূর্ণ হলো এবং হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর পরিণয় সূত্র স্থাপিত হলো।

www.pathagar.com

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালোবাসা

সাধারণত দেখা যায়, মানুষ যখন চল্লিশ বছর বয়সে পদার্পণ করে তখন তার চিন্তা ও স্বভাবে এমন একটি পরিপক্কতা আসে যা অন্য খাতে পরিবর্তন করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। এর সাথে তার যদি সম্পদের প্রাচুর্য থাকে তবে তা আরো কঠিন হয়। কিন্তু হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তিনি সরদার দুহিতা ছিলেন এবং পর পর দুজন ধনাঢ্য ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির পানি গ্রহণ করেছেন এবং খুব জাঁক-জমক ও আরাম-আয়েশের জীবন যাপন করেছেন। তার চল্লিশ বছরের জীবন সর্বদাই সুখ-শান্তি ও বিলাসিতার মধ্যে কেটেছে। এখনও তিনি মক্কার নেত্রী ও বিত্তশালীদের অন্তর্ভুক্ত। এটাই স্বাভাবিক ছিল যে, বিলাস-বিভব ও আরাম-আয়েশের জীবন যাপনের কারণে তিনি আর পাঁচজনের মতো ঔদ্ধত্যপূর্ণ স্বভাবের এবং বদ মেজাজী হবেন। এটাও অস্বাভাবিক হতো না যদি তিনি স্বামী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে গরীব ও নিঃস্ব হওয়ার কারণে পাত্তা না দিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ব্যবহার করতেন এবং কথায় কথায় তাকে অপমান ও অপদস্ত করতেন। কিন্তু তিনি এর সম্পূর্ণ বিপরীত এক মহান চরিত্রের অধিকারিণী মহীয়সী মহিলা ছিলেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিবাহের পরে তিনি পঁচিশ বছর জীবিত ছিলেন, এ সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমাদের গোচরে এমন একটি ঘটনারও নজীর নেই যে, তিনি কখনও কোনো অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মরযীর খেলাফ সামান্য কোনো কাজ করেছেন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দারিদ্র প্রীতি ও অতি সাধারণ জীবন যাপনের প্রতি আসক্তির কারণে তিনি বিরক্তি বোধ না করে বরং সদা প্রফুল্লচিত্তে সহাস্যবদনে হুজুরকে বরণ করে নিতেন এবং সারা জীবন পদে পদে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সর্বক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন এবং আজীবন প্রীতি ও ভালোবাসাপূর্ণ সেবা দ্বারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুশি রেখেছেন।

এতদিন হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দূর থেকে দেখেছেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

www.pathagar.com

সাল্লামের আমানতদারী, সত্যবাদিতা ও সুন্দর স্বভাবের প্রশংসা শুনেছেন। এখন যখন তাঁকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ হলো তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্র এত উন্নত এবং স্বভাব এত পূত-পবিত্র ও সুন্দর পেলেন যা ছিল তার ধারণা বহির্ভূত। মহান আল্লাহর ইচ্ছায় হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা হুজুরের চালচলন ও আচার-ব্যবহারে এত প্রভাবান্বিত হলেন যে, তিনি নিজকে সম্পূর্ণরূপে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রঙে রাঙিয়ে তুললেন। তিনি দেখলেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনাথ এতীম, দুস্থ গরীব ও অসহায় বিধবাদের প্রতি দরাজ হস্ত এবং সহানুভূতিশীল। তখন তিনি নিজের সমস্ত কায়-কারবার, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ধন-সম্পদ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কদম মোবারকে সোপর্দ করলেন। এরপর থেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইচ্ছা মাফিক যত খুশি এবং যেখানে প্রয়োজন সম্পদ খরচ করতে থাকলেন। যে দাসকে যখন ইচ্ছা মুক্ত করে দিতেন। যখন হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা দেখলেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতি সাদাসিদা এবং সহজ সরল জীবন ধারণ পদ্ধতি পসন্দ করেন, তখন তিনি নির্দ্বিধায় সেই সহজ জীবনযাপন প্রণালী অকুণ্ঠ চিত্তে গ্রহণ করলেন। এতদিন যে সম্পদ খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশে ব্যয় হতো এখন থেকে তা আল্লাহর সৃষ্টি জীবের সেবায় মানবতার কল্যাণে উৎসর্গ হলো।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলেন যে, পিতৃব্য আবু তালিবের আর্থিক অবস্থা খুবই অসচ্ছল, তাঁর সংসারের বোঝা তাঁর পক্ষে বহন করা কঠিন, তখন তিনি হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে পরামর্শক্রমে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিজ পরিবারভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা এ প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি দিলেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হুজুরের সাথে হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার গৃহে বসবাস করতে থাকলেন। এ সময় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর। বস্তুত হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর লালন পালনে হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার দানই সর্বাধিক। হুজুরের জীবন ছিল ব্যস্ততার জীবন। তখন থেকে অহী অবতীর্ণ হওয়ার কাল পর্যন্ত অধিকাংশ সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু

www.pathagar.com

আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাকী ধ্যানমগ্ন জীবনযাপনই অধিক পসন্দ করতেন।

হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এত অধিক ভালবাসতেন যে, বিশজন দাসদাসী থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজ হাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেবা যত্ন করতেন। অন্য কারো উপরে ছেড়ে দিয়ে স্বস্তি পেতেন না। বরং নিজে স্বামী সেবা করে পরম আনন্দ লাভ করতেন। অহী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেরা গিরি-গুহায় একাকী ধ্যানমগ্ন থাকতেন তখন হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে যেতেন। হেরা গিরি-গুহা তাঁর বাড়ী থেকে তিন মাইল দূরে পাহাড়ের উপরে অবস্থিত ছিল।

উল্লিখিত দিক হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার সফল দাম্পত্য জীবনের উজ্জ্বল নমুনা। কিন্তু এটা হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার কোনো উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব নয়। স্বামীভক্ত স্ত্রীরা এটুকু করেই থাকেন এবং এ ধরনের পতিগত প্রাণ স্ত্রী আরো অনেক পাওয়া যায়। আসলে হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার আসল কৃতিত্ব এটা নয়। তাঁর আসল কৃতিত্ব, যা ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে তা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণনা করব।

দীন ইসলামের জন্য ত্যাগ

হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে পরিণয় হওয়ার পনের বছর পরে মহান আল্লাহ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবুওয়াতের মর্যাদায় সমাসীন করেন। প্রথম যেদিন হেরা গিরি-গুহায় তাঁর উপর অহী অবতীর্ণ হয়, তখন নবুওয়াতের গুরু দায়িত্বের কথা চিন্তা করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আন্তরাত্মা কাঁপছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখান থেকে বাড়ি এসেই বিছানায় শুয়ে পড়লেন এবং হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন যে, "আমার উপরে কম্বল চাপিয়ে দাও।" তিনি কম্বল চাপিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে যখন কিছুটা স্বাভাবিক হলেন, তখন হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে অহী নাযিলের ঘটনা বর্ণনা

www.pathagar.com

করলেন এবং নবুওয়াতের পথের বাধা বিপত্তির কথা উল্লেখ করলেন। এ অবস্থায় অন্য কোনো মহিলা হলে এ ধরনের অভিনব ঘটনা শুনে হয়ত ঘাবড়ে যেত। কিন্তু হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তিনি পূর্ব থেকেই এ বিশ্বাস মনে পোষণ করছিলেন যে, যিনি মানবতার পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি, তাঁর নবী হওয়া অবশ্যম্ভাবী। অহী অবতীর্ণের আনুপূর্বিক ঘটনার বিবরণ শুনে, না তিনি ঘাবড়ে গেলেন, না তাঁর অন্তরে কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের সৃষ্টি হলো। তিনি অবস্থার গুরুত্ব সম্পূর্ণ এবং সঠিকভাবেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন। তিনি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটাত্মীয়ের প্রতি দরদ, সত্যবাদিতা, আমানতদারী, সদয় ব্যবহার, দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি, এতীমদের লালন-পালনের ব্যবস্থা ইত্যাদি সদগুণাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করে বললেন ঃ অবশ্য অবশ্যই আপনার কোনো অমঙ্গলের আশংকা নেই। মহান স্রষ্টা আপনাকে কখনো লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন না। কেননা আপনি আপনজনের অধিকার সঠিকভাবে আদায় করেন, লোকদের সর্বপ্রকার সাহায্য করেন, ফকির মিসকিনদের দান করেন, অতিথিদের সেবা করেন, ন্যায় ও সত্যের খাতিরে সর্বদা নিপীড়িতদের পক্ষাবলম্বন করেন। আল্লাহ কখনই আপনাকে ত্যাগ করবেন না।

এ সময় হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়ে যথেষ্ট প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দেন। তাঁর সগোত্রীয় নিকটাত্মীয় ওরাকা বিন নওফল পূর্ববর্তী নবীদের শিক্ষা এবং তাঁদের দাওয়াত ও হেদায়াত সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। আরবের পৌত্তলিকতা এবং প্রচলিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন রসম রেওয়াজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এ প্রেক্ষিতে হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা বুঝতে পারলেন যে, তিনি যদি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ঘটনা শুনেন তবে নিশ্চয় এর সত্যতা স্বীকার করবেন এবং এতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে শক্তি বৃদ্ধি হবে। সুতরাং তিনি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে ওরাকার কাছে গেলেন। হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ধারণা সত্য প্রমাণিত হলো। ওরাকা বিন নওফল অহীর ঘটনা শুনে বললেন ঃ "এই তো সেই নামূস (স্বর্গীয় দূত) যিনি হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কাছে এসেছিলেন। হায়

www.pathagar.com

আমি যদি সেই সময় জীবিত থাকতাম! যখন তোমার দেশবাসী তোমাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করবে।”

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রশ্ন করলেন ঃ “আমার দেশবাসী কি আমাকে দেশ থেকে বের করে দেবে ?”

“হ্যাঁ তুমি যা নিয়ে এসেছো, তা নিয়ে যিনিই এসেছেন তাঁর সাথেই সে দেশের লোকেরা শত্রুতা করেছে। আমি যদি তখন জীবিত থাকি, তবে অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করব।” এরূপ কথোপকথনের পর হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসলেন। এর কিছুকাল পরেই ওরাকা বিন নওফলের ইন্তেকাল হয়। তিনি নবীর সাহায্য করার আশা অন্তরে নিয়েই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে পরপারে চলে গেলেন। কিন্তু তাঁর অন্তরের এ বাসনা তাঁরই বংশের এক ভাগ্যবতী মহিলার (হযরত খাদিজা) অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেল। একথা প্রণিধানযোগ্য যে, এ সময় হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা পঞ্চান্ন বছর বয়সের একজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বর্ষীয়সী মহিলা ছিলেন। এ বয়সে উপনীত হয়ে সাধারণত মানুষ দূরদর্শী এবং নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যাপন ও সকল সংকট থেকে মুক্ত থাকতে চায়।

দীন প্রতিষ্ঠায় প্রথম কুরবানী

সাধারণত একথাই প্রচলিত যে, নারী বার্ধক্যে উপনীত হলে স্বামীর তুলনায় সন্তানদের প্রতি তার অধিক মমতা ও ভালোবাসার সৃষ্টি হয়। কিন্তু হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ব্যাপার ছিল আলাদা। নবুওয়াত প্রাপ্তির পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বামীর চেয়ে বড় তথা আল্লাহর রাসূল ছিলেন। এখন ব্যাপার শুধু স্বামীর সন্তুষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং নবীর মনোতুষ্টিই ছিল কাম্য। তখন বিষয়টি শুধু দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য ছিল না বরং চিরন্তন ও অবিনশ্বর জীবনের সফলতার লক্ষ্যে ছিল। সুতরাং হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা সেই চিরস্থায়ী জীবনে কামিয়াবীর লক্ষ্যে নিজের জীবনকে পরিচালিত করতে শুরু করলেন, নিজের সন্তান-সন্ততির জীবনের লক্ষ্যও সেই অনাগত অবিনশ্বর দুনিয়ার সাফল্য কেন্দ্রিক গড়ে তুলতে থাকলেন। এ উদ্দেশ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি, নবীর মহব্বত এবং ইসলামের খেদমতকে ভিত্তি করে নিজের সন্তানদের তরবিয়ত দিতে শুরু

www.pathagar.com

করলেন। আল্লাহর রহমতে তিনি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সফলতাও লাভ করলেন।

একদিনের ঘটনা, ইসলামী আন্দোলনের প্রথম দিকে যখন একদিন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বার চত্বরে গিয়ে তাওহীদের ঘোষণা দিলেন, তখন সেখানে এক হাঙ্গামার সৃষ্টি হলো। মক্কার কাফেরদের নিকট হারাম শরীফে বসে মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে তাওহীদের ঘোষণা ছিল এক চরম অবমাননাকর। সুতরাং তাওহীদের ঘোষণার সাথে সাথে চতুর্দিক থেকে লোকজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এ খবর শোনার পর সর্বপ্রথম যিনি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসছিলেন তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং তাঁর সাহসী পুত্র হালাহ। হালাহ অতি বীরত্বের সাথে সেই হাঙ্গামার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রক্ষা করতে সক্ষম হলেও নিজে কাফেরদের তরবারীর আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলেন। এভাবে ইসলামের ইতিহাসে এ মহীয়সী ও সম্মানিত মহিলার কলিজার টুকরা বীর পুত্র সর্বপ্রথম আত্মোৎসর্গ করার গৌরব অর্জন করলেন। হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা নারী পুরুষ সকলের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণের গৌরব অর্জন করেছিলেন।

মানুষের যৌবনের উন্মাদনা ও সাহসিকতা যখন চরম শীর্ষে পৌছে তখন হালাহ এ কুরবানী দিয়েছিলেন। হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজের ছোট ছোট বাচ্চাদের মধ্যেও এ অনুভূতি জাগ্রত করেছিলেন যে, তারা অল্প বয়স্ক ও দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও কাফেরদেরকে মোটেও পরোয়া করতো না বরং সাহসের সাথে তাদের মুকাবিলা করতো।

অন্য একদিনের ঘটনা, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হারাম শরীফে নামায আদায় করছিলেন। তিনি যখন সিজ্‌দায় রত এমন সময় আবু জাহেলের ইঙ্গিতে এক ব্যক্তি উটের নাড়িভুঁড়ি এনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথার উপরে চাপিয়ে দিল। তাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভীষণ কষ্ট হতে লাগলো এবং ঐ ব্যক্তি আনন্দ করতে থাকলো। এ খবর হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা শোনা মাত্র দৌড়ে গেলেন তখন তাঁর বয়স পাঁচ-ছয় বছর এবং কাফেরদের নির্ভয়ে ভর্ৎসনা করলেন এবং পিতার উপর থেকে উটের

www.pathagar.com

নাড়িভূঁড়ি সরিয়ে ফেললেন। হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার সর্বকনিষ্ঠ কন্যা।

হযরত রোকাইয়ার বিচ্ছেদ

হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার অপর এক কন্যা রোকাইয়া, যিনি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঔরসজাত ছিলেন, তাঁর ঘটনা উল্লেখ করছি। মক্কায় ইসলামী আন্দোলন তখন এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছল যে, মক্কার কুরাইশরা ইসলামের পতাকাবাহীদের নিজ জন্মভূমিতে অবস্থান অসম্ভব করে তুলতো। অবস্থার নাজুকতার দিকে লক্ষ্য রেখে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার অনুমতি দিলেন। এ হিজরতকারীদের মধ্যে ছিলেন হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু। স্ত্রী হযরত রোকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর সাথে ছিলেন। এ মযলুমদের অবস্থা এতই নাজুক ছিল যে, তারা নিজেদের গতিবিধি সম্পর্কে আপনজনদের পর্যন্ত সংবাদ দিতে পারতেন না। দীর্ঘকাল পর্যন্ত হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা জামাতা এবং কন্যার কোনো খোঁজ-খবর পাননি।

যারা মানুষের মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছেন, তারা একথা ভালোরূপেই অবগত যে, যদি কারো কোনো সন্তানের অকাল মৃত্যু হয় তবে তার শোকে মাঝে মধ্যে সে শোকাভিভূত হয়, আবার কিছুদিন পরেই সেটা সংবরণ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু যদি কারো সন্তান নিখোঁজ হয় তবে অহরহ তার মন নানারূপ অজানা আশঙ্কায় ও বেদনায় ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে এবং ভেতরে ভেতরে অন্তর্জ্বালা তাকে দগ্ধ করতে থাকে। কিন্তু হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজকে নবীর প্রেমে এতই লিন করে দিয়েছিলেন যে, এ সম্পর্কে কখনো অভিযোগচ্ছলে টুশব্দটিও মুখ থেকে উচ্চারণ করেননি। তিনি এ ব্যাপারে রেজায়ে এলাহীর উজ্জ্বল নমুনার চূড়ান্ত উদাহরণ রেখে গেছেন। দীর্ঘকাল পরে যখন জনৈক মহিলার মাধ্যমে জামাতা ও কন্যার কুশল সংবাদ পেলেন তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করলেন এবং তিনি তার সাথে 'আমীন' বললেন।

এ ঘটনার দ্বারা একদিকে যেমন মা-র ধৈর্য এবং ত্যাগের পরিমাপ করা যায়, অপরদিকে কন্যার দৃঢ় মনোবল ও সাহসিকতার পরিচয়

www.pathagar.com

মেলে। কন্যার মধ্যে এ ঈমানী দৃঢ়তা এবং কঠোর মনোবল সৃষ্টির পিছনে হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছাড়া আর কার অবদান ছিল ?

ইসলামের তিনজন পৃষ্ঠপোষক

ইসলামী আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে যখন ইসলাম গ্রহণকারীদের উপর অকথ্য নির্যাতন ও অত্যাচারের স্টীমরোলার চলছিলো তখন তিনজন সম্মানিত ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হয়ে এসেছিলেন। এদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আবু তালিব। এ ব্যক্তির হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য স্বাভাবিক ভালোবাসা ছিলো এবং তিনি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজ সন্তানদের চেয়েও অধিক ভালোবাসতেন। তিনি পিতা আবদুল মুত্তালিবের কাছে ভ্রাতুষ্পুত্রের লালন-পালনের অঙ্গীকার করেছিলেন। তিনি কঠিন থেকে কঠিন অবস্থায়ও এই অঙ্গীকার সাহসিকতার সাথে পুরোপুরি পালন করেছেন। ঐ সময় যখন কুরাইশ গোত্রের প্রতিনিধিরা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ইসলামের ব্যাপারে একটি চূড়ান্ত ফয়সালা করার প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন এবং তারা বলেছিলেন ঃ "আবু তালিব তুমি হয় তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে আমাদের উপাস্য দেব-দেবীর বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত রাখ। অন্যথায় তুমি মাঝখান থেকে সরে পড়, আমরা তাঁর সাথে একটি চূড়ান্ত ফয়সালা করে নেই।" সেই পরিস্থিতি ছিল খুবই নাজুক, গোটা আরব জাতি ছিলো ক্ষিপ্ত। আবু তালিবের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো। তা সত্ত্বেও তিনি শেষ পর্যন্ত যে ঘোষণা দিলেন তা তার নিজের জবানীতেই বর্ণনা করা উচিত। তিনি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন ঃ "ভ্রাতুষ্পুত্র তুমি তোমার আরব্ধ মিশনের কাজ নির্ভয়ে চালিয়ে যাও এরা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।"

আবু তালিবের একথা ছিলো গোটা জাতির মুকাবিলায় একটি চ্যালেঞ্জ। জাতি এ চ্যালেঞ্জকে কিভাবে গ্রহণ করেছিলো এবং অশীতিপর বৃদ্ধ আবু তালিব এর মোকাবিলায় কি ধরনের দৃঢ় মনোবল এবং সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন তার বর্ণনা পরবর্তী পর্যায়ে উল্লেখ করা হবে।

দ্বিতীয় মহান ব্যক্তিত্ব যিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং রাসূলের সাহায্য সহযোগিতাকে নিজের জীবনের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দিতেন, তিনি ছিলেন

২—

www.pathagar.com

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। এ মহান ব্যক্তি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাল্য বন্ধু ছিলেন। ইসলামের দাওয়াত পাওয়া মাত্র নির্দ্বিধায় ঈমান আনলেন। অতপর তিনি সকল বন্ধু বান্ধবের গতি ইসলামের দিকে পরিবর্তন করলেন। হযরত যোবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আবদুর রহমান বিন আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু, আবু ওবায়দা বিন জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু, সায়াদ বিন আবী ওক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং এঁদের মতো অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের ইসলামের ইতিহাসে যে মর্যাদা তা সকলেই অবগত। এটা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বড় গৌরব ও কৃতিত্ব যে, তিনি উপরোক্ত শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্বগণকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করেছিলেন।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শ্রেষ্ঠত্ব ও কৃতিত্ব শুধু এ সমস্ত মহান ব্যক্তিত্বের হেদায়াতের পথ দেখাবার মধ্যেই শেষ নয়। তিনি ঐ সমস্ত নিপীড়িত নিগৃহীত দাসদের অধিক মূল্যে খরিদ করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন যারা কুরাইশদের নিত্য অত্যাচারের শিকার ছিলেন, এ অপরাধে যে, তারা তৌহিদের ডাকে সাড়া দিয়ে ঈমান এনেছিলেন। কাফেররা সুযোগ বুঝে সিদ্দিকে আকবর থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ আদায় করত। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুও তাদের চাহিদা মোতাবেক প্রাণ খুলে অকৃপণ হস্তে অর্থ ব্যয় করতেন। যখন কুরাইশ সরদার উমাইয়া বিন খালফকে এক মোটা অঙ্কের অর্থ দিয়ে হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মুক্ত করলেন তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ "এ ব্যাপারে আমাকেও শরীক করুন।" তিনি উত্তরে বললেন ঃ "হুজুর আমি বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মুক্ত করে দিয়েছি।"

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর জীবনের দুটি ঘটনা নমুনা হিসেবে উল্লেখ করা হলো। এছাড়া ইসলামের খেদমতে তাঁর ত্যাগের ঘটনা তাঁর জীবনব্যাপী চালু ছিলো। তিনি ছিলেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রধান পরামর্শদাতা এবং গোপনীয়তার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রকাশস্থল। তিনি ছিলেন সওর গিরি গুহার

www.pathagar.com

একমাত্র সাথী ও সাহায্যকারী। তিনি ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আজীবন সঙ্গী এবং তার জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ। খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জবানীতে তাঁর আত্মোৎসর্গের স্বীকৃতি শুনুন, "আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দ্বারা ইসলামের যে উপকার হয়েছে আর কোনো ব্যক্তি দ্বারা তা হয়নি।"

মোদ্দাকথা, ইসলামের সাহায্য সহযোগিতার ব্যাপারে আবু তালিব ও হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যে অবদান এবং কৃতিত্ব তা প্রকাশ্যভাবে প্রকট হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু যে মহান ব্যক্তিত্বের ইসলামের খেদমত, দুধের মধ্যে ঘি-র মত মিলে আছে সেই ব্যক্তিত্ব আর কেউ নন উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা। দুধের মধ্যে ঘি যেমন কারো দৃষ্টিতে পড়ে না অথচ দুধের সমস্ত শক্তি হচ্ছে ওরই মধ্যে। দুধ থেকে ঘি বের করার পরে যেরূপ দুধ আর দুধ থাকে না, যা মানুষকে শক্তি যোগায়। এ অবস্থা ছিলো হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার। মহিলা হওয়ার কারণে তাঁর ইসলামের খেদমতের তুলনা হচ্ছে ঐ ঝর্ণার মতো যা মাটির নীচ থেকে প্রবাহিত এবং যা বৃক্ষসমূহকে সজীবতা দান করে অথচ বাইরে থেকে কেউ দেখতে পায় না।

মক্কার কাফেররা যখন উপহাস ও বিদ্রূপবাণে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রাণে কঠিন আঘাত হানত এবং যখন তিনি তাদের গালিগালাজ ও তিরস্কারে জর্জরিত হয়ে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ঘরে ফিরে আসতেন। ঘরে এসে তিনি যখন মনমরা ও চিন্তিত হয়ে শুয়ে পড়তেন তখন একদিকে যেমন তাঁর মহান মালিক "ইয়া আইউহাল মুয্যাম্মিল" এবং "ইয়া আইউহাল মুদ্দাস্সির" বলে বন্ধুকে সান্ত্বনা দিতেন, অন্যদিকে তাঁর প্রিয়তমা জীবন সঙ্গিণী হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা মধুর ও প্রণয় ভাষণ এবং অন্তরের সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রিয়তম স্বামীকে আশ্বাস ও অভয়বাণী দিয়ে তাঁর মনের দুঃখ ও হৃদয়ের যন্ত্রণা লাঘবের চেষ্টা করতেন, তখন তাঁর সমস্ত প্রাণের জ্বালা ও যাতনা নিমেষে দূর হয়ে যেত। প্রথম দিন অহী নাযিলের সময় তিনি যেভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শক্তি ও সাহস যুগিয়েছিলেন তার উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। এ অবস্থা সকল সময়ই ছিলো। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে হিশাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, "ওয়া কানাত লাহু

www.pathagar.com

ওযীরুন সিদকুন আলাল ইসলাম” অর্থাৎ ইসলামের ব্যাপারে তিনি ছিলেন একজন সঠিক পরামর্শদাতা উজির বিশেষ।

অন্য এক দিক থেকেও হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার খেদমত খুবই গুরুত্বের অধিকারী। যখন আল্লাহ তায়ালা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবুওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত করলেন, তখন দুই দিক দিয়ে তিনি খুবই ব্যস্ত ছিলেন। আল্লাহর রহমতে তিনি সন্তান-সন্ততির জনকও ছিলেন। তিনি হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার বিরাট ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্বেও নিয়োজিত ছিলেন। এক দিকে ইসলামী আন্দোলনের ব্যস্ততা তার সাথে সাংসারিক দায়িত্ব একজন আন্দোলনকারীর জন্য খুবই কঠিন বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার উপর আল্লাহর অসংখ্য রহমাত বর্ষিত হোক, তিনি যখনই উপলব্ধি করলেন যে, ইসলামী আন্দোলনের বিরাট দায়িত্ব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্কন্ধে তখনই সাংসারিক সকল দায় দায়িত্ব নিজের জিম্মায় নিয়ে নিলেন। সন্তান-সন্ততির দেখাশুনা ও ঘরের কাজ কাম থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্পূর্ণ দায়িত্ব মুক্ত করে দিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখন সম্পূর্ণরূপে এক মন ও এক ধ্যানে ইসলামী আন্দোলনের প্রসার কার্যে আত্মনিয়োগ করলেন। এ দিকে হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ব্যবসায় পরিচালকের অভাবে মন্দাভাব চলতে থাকলো।

হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার এ নীরব সাহায্যের স্বীকৃতি এবং তাঁর ভালোবাসার পরিমাপ ঐ ব্যক্তি ভালোভাবে করতে পারে, যে ব্যক্তি সারাদিন ক্লান্ত ও শ্রান্ত হওয়ার পরে ঘরে ফিরে এসে জীবন সঙ্গিণীর আদর-যত্নের পরশে সব ক্লান্তি ভুলে যেতে চায়, তখন যদি সে তা থেকে বঞ্চিত হয়, তখন তার যে মানসিক অবস্থা হয় তা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। কেউ কি যুক্তির খাতিরে বলতে পারেন যে, যদি হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁর সাহায্যের হস্ত প্রসারিত না করতেন, তবুও কি ইসলামের ইতিহাস অনুরূপই হতো যা এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি?

ইসলামী আন্দোলনের প্রাথমিক যুগে আবু তালিবের খেদমত নিসন্দেহে শ্রেষ্ঠ খেদমত। ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে হযরত

www.pathagar.com

আবু বকরের ত্যাগ ও কুরবানী নজির বিহীন। কিন্তু হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা কোমল হাতে হুজুরের হৃদয়ের ক্ষতসমূহে যে প্রলেপ লাগিয়ে তা দূর করেছেন তা আর কারো দ্বারা সম্ভব ছিলো না। বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ মাদারিজুন নবুওয়াতের ২য় খণ্ডে উল্লেখ আছে ঃ

"কুরাইশদের মিথ্যাচার, অপমান ও লাঞ্ছনার আঘাতে রাসূলের অন্তরে যে ব্যথার সৃষ্টি হতো, হযরত খাদিজার সান্নিধ্যে আসার পরে তাঁর দর্শনেই তা দূর হতো এবং তিনি সব ভুলে গিয়ে হর্ষোৎফুল্ল হতেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কাফেরদের অত্যাচার ও নিপীড়নের কথা খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে বর্ণনা করতেন, তখন তিনি হুজুরের নবুওয়াতের সত্যতার স্বীকৃতি দিতেন এবং কুরাইশদের দুর্ব্যবহারকে খুব হালকা করে ফেলতেন। এভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরের ক্ষত মুছে পরিষ্কার করে দিতেন।"

সামাজিক বয়কট

ইসলামী আন্দোলনের সাহায্যের ব্যাপারে ঐ অদৃশ্য হস্ত কাফেরদের দৃষ্টিগোচর হতো না, যা মূলত রাসূলের পৃষ্ঠপোষকতা করত। কিন্তু তারা আবু তালেব, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার প্রকাশ্যে সাহায্য সহযোগিতা দেখতে পাচ্ছিলো। তারা তো অদৃশ্য শক্তির সাথে কোনোরূপ বোঝাপড়া বা শক্তির পরীক্ষা করতে পারছিলো না। কিন্তু এ তিন সম্মানিত ব্যক্তিকে কোণঠাসা করার প্রাকাশ্য ও গোপন সব রকমের প্রচেষ্টা চালাতে থাকলো। কিন্তু এর একটিও ফলপ্রসূ হলো না। তারা আল্লাহর নবীকে দীনের দাওয়াত থেকে বিরত রাখতে পারলো না। তারা ইসলাম গ্রহণকারী মুসলমানদের উপরেও নানারূপ অত্যাচারের স্টীমরোলার চালিয়ে দেখলো যে, তাতে কোনো লাভ হচ্ছে না। উল্টো তারা আরো দেখতে পেল যে, এ আন্দোলনকে যতই দমিয়ে রাখার চেষ্টা করা হতো ততোই শক্তি অর্জন করত। যে ব্যক্তি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংস্পর্শে আসে সে তার হয়ে যায় এবং কাফেরদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। এ অবস্থায় কাফেররা সব রকমের প্রচেষ্টা চালাবার পরে যখন ব্যর্থ হলো তখন তারা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বয়কট করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলো। মক্কার সকল কাফের

www.pathagar.com

সম্মিলিতভাবে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হলো যে, যতদিন বনু হাশিম গোত্র ইসলামের প্রধান নেতা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যার জন্য তাদের হাতে ন্যস্ত না করবে ততদিন তাদের সাথে আত্মীয়তার সব সম্পর্ক ছিন্ন, লেন-দেন, মেলা-মেশা, বেচা-কেনা এবং সব রকমের মানবিক সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদেরকে বয়কট করা হবে।

এ চুক্তিপত্র লিখে কা'বা ঘরের দরজায় লটকিয়ে দেয়া হলো। এ অবস্থায় বনু হাশিম গোত্রের লোকদের মক্কায় থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ল। গোত্রের প্রধান আবু তালিব বাধ্য হয়ে হাশিম গোত্রের লোকদের নিয়ে নিজ নিজ মালিকানাধীন পাহাড়ী উপত্যকায় চলে গেলেন। এ উপত্যকা তাঁর নামানুসারে 'আবু তালিবের উপত্যকা' নামে খ্যাত ছিলো। এ সময় হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ইচ্ছা করলে বনু হাশিম গোত্রের থেকে পৃথক হয়ে নিজ গোত্রের লোকদের সাথে মক্কায় আরাম আয়েশের জীবন যাপন করতে পারতেন। কিন্তু এ মহীয়সী মহিলা ইসলামের খাতিরে নিজ গোত্রের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বেচ্ছায় নির্বাসিত জীবন যাপন গ্রহণ করলেন।

কাফেররা এমন অবরোধ ব্যবস্থা করলো যাতে খাদ্য সামগ্রী এবং জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় কোনো কিছু ঐ উপত্যকায় পৌছতে না পারে। এমনকি ওখানে আবদ্ধ ব্যক্তিদের কেউ যেন বাইরে থেকেও কোনো কিছু সংগ্রহ করতে না পারে। তাদের ধারণা ছিলো এরূপ অবস্থায় বাধ্য হয়ে বনু হাশিম গোত্র একদিন না একদিন আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে।

সত্যিই ভাববার বিষয়, যে শরীর ও মন শুধু প্রাচুর্য ও আরাম আয়েশে অভ্যস্ত এবং অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্টের মুখও দেখেনি, সেই মহিলা আজ আবু তালিবের উপত্যকায় হাসি মুখে সব রকমের দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিলেন। তিনি অনাগত বিশ্বের জন্য এক জ্বলন্ত নমুনা রেখে গেলেন যে, একজন মহিলা হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী আন্দোলনের কাজকে সম্মুখে বাড়াবার জন্য কারো চেয়ে পিছনে ছিলেন না।

এ বয়কট দু চারদিন বা পাঁচ দশ মাসের জন্য ছিলো না বরং সুদীর্ঘ তিনটি বছর এ নির্যাতিত লোকগুলোকে দানা পানি থেকেও বঞ্চিত রাখা হয়েছিলো। এ সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে এ বেচারাদের যে কি দুঃখ দুর্দশার

www.pathagar.com

সম্মুখীন হতে হয়েছিলো ভুক্তভোগী ব্যতীত আর কারো পক্ষে তা উপলব্ধি করা মোটেই সম্ভবপর নয়। এ অবরোধের মধ্যে বৃদ্ধাও ছিলো, যুবকও ছিলো, শিশুও ছিলো, নারী পুরুষ এমনকি অনেক রুগীও ছিলো। মানুষের দুঃখ-কষ্ট সহ্যের একটি সীমা আছে। কিন্তু আত্মোৎসর্গের এ নমুনা কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না।

পিতা মাতার চোখের সামনে নিষ্পাপ কচি শিশু ক্ষুৎপিপাসায় কাতরাতে থাকবে আর তাদের কিছু করার ক্ষমতা থাকবে না, এর চেয়ে মর্মান্তিক অবস্থা আর কি হতে পারে ? যুবক-যুবতীরা ক্ষুধার তাড়নায় গাছের পাতা চিবিয়ে চিবিয়ে ক্ষুধা মিটিয়েছে, খাদ্যের অভাবে শুকনো চামড়া ভিজিয়ে তাই পাক করে জঠর জ্বালা মিটেয়েছে। কিন্তু কচি বাচ্চাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির কি হবে? আর যেখানে মহান আল্লাহ পুরুষদের তুলনায় নারীকে কোমল হৃদয় এবং সন্তানের প্রতি অধিক স্নেহ বৎসল করে তৈরী করেছেন, এ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে তাদেরকে কে সান্ত্বনা দেবে? যেখানে শিশুরা অহরহ ক্ষুধার জ্বালায় কাতরাচ্ছে, পিপাসায় ছটফট করছে, আর মা অসহায় অবস্থায় শুষ্ক স্তন দেখছে আর আফসোস ও আহাজারী করছে। আমরা ইতিহাসে আন্দোলনের খাতিরে নারী পুরুষের অনেক ত্যাগের ঘটনা দেখতে পাই। কিন্তু ইতিহাসের কোথাও কি ইসলামী আন্দোলনের জন্য দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ এ নারীদের ত্যাগ-তিতিক্ষা, ধৈর্য ও সবরের সমতুল্য একটি ঘটনাও তুলে ধরা সম্ভব ?

নিষ্ঠুর কুরাইশদের নিষ্ঠুরতা ও অমানবিকতা এত চরম ও নিম্নমানের ছিলো যে, শিশুদের আর্তচীৎকার তাদের পাষাণ হৃদয়ে সামান্যতম দাগ কাটতে পারতো না বরং তারা এ করুণ অবস্থায় অট্টহাসিতে ফেটে পড়তো এবং অবরোধের পাহারা ক্রমশঃ আরো জোরদার করত। ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে এ ঘটনা সঠিকভাবে সংরক্ষিত আছে এবং যে কেউ ইচ্ছা করলেই তা দেখতে পারে। ইতিহাস সাক্ষী যে এ কঠিন অবস্থায় একমাত্র হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার চরিত্র ও সাহসিকতা সবচেয়ে বেশী ভাস্বর হয়ে থাকবে। শারীরিক দিক থেকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল মহিলা সমাজ সাধারণত কোনো ঘটনায় অতি সহজেই প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে এবং সামান্য প্রতিকূল আবহাওয়ায় ফুল যেমন শুকিয়ে যেতে তাকে তদ্রূপ তাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং মুখ

www.pathagar.com

থেকে হা-হুতাশ সমানে বের হতে থাকে। কিন্তু এরূপ চরম সন্ধিক্ষণে হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার মুখ থেকে কি একটি শব্দও বের হয়েছে, যা দ্বারা তাঁর ধৈর্য ও আল্লাহ প্রীতির প্রতি সন্দেহ করা যায় ? ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর স্বামীকে বলতে পারতেন যে, খামাখা কেন আপনি এ মুসিবত এবং দুঃখের পথ বেছে নিচ্ছেন ? কেন এ ঝামেলা মাথায় নিচ্ছেন ? আমি কি এত দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করার জন্য আপনাকে স্বামীত্বে বরণ করেছিলাম ? বরং নির্ঝঞ্ঝাট সুখী জীবন যাপনের জন্যই তো এসেছিলাম। আজ আপনি আমাকে কোথায় দুঃখের কণ্টকাকীর্ণ পথে নিয়ে এলেন ? কিন্তু আমরা দেখতে পাই, এ ধরনের চিন্তা ও কথার বদলে তিনি সর্বদাই এ চিন্তায় অস্থির ছিলেন যে, তাঁর স্বামীর উপরে যেন কোনো বিপদ না আসে। যেহেতু তাঁর স্বামী আল্লাহর মনোনীত রাসূল এবং ইসলামী আন্দোলনের সাফল্য তাঁর উপরেই নির্ভরশীল।

এ অবরোধ কালীন সময় দুচারটি ঘটনা এমন পাওয়া যায় যে, বাইরের লোক কিছু সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করেছে। কিন্তু ঘটনার বিশ্লেষণের পর দেখা গেছে যে, এর পিছনেও হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাত সক্রিয় ছিলো। একদিনের ঘটনা, হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ভ্রাতুষ্পত্র হাকিম বিন হাজাম নিজ দাসের মাধ্যমে ফুফুর জন্য কিছু গম পাঠালো। দাসটি খুব সতর্কতার সাথে অতি সন্তর্পণে যাচ্ছিলো, কিন্তু কাফেররাও অলস বসে ছিল না। আবু জাহেল দেখে ফেলল। সে দাসটিকে ধরে তার থেকে গম ছিনিয়ে নিতে চাইলো। দাসটিও ছিলো বিশ্বস্ত, সেও চাইলো যাতে কোনোমতে কেটে পড়া যায়, কিন্তু আবু জাহেলও নাছোড় বান্দা। ধস্তাধস্তি শোরগোলের সৃষ্টি করলো। ইত্যবসরে আবুল বখতরী নামক অপর একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হলো, সে হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার মর্যাদা সম্পর্কে অবগত ছিলো এবং কাফের হওয়া সত্বেও কিছুটা মানবিক গুণ সম্পন্ন ছিলো। এ ক্ষেত্রে আবু জাহেলের ভূমিকা সে মোটেই সমর্থন করতে পারলো না। সে আবু জাহেলকে ভর্ৎসনা করলো এবং বললো, একটি লোক নিজ ফুফুকে কিছু খাদ্য সামগ্রী পাঠাচ্ছে তাতে বাধা দেয়ায় তোমার কি অধিকার আছে ? এরপর সে এতো কঠোর মনোভাব গ্রহণ করলো যার ফলে আবু জাহেলকে পথ থেকে সরে পড়তে হলো। এভাবে খাদ্য সামগ্রী আবু তালিবের উপত্যকায় বন্দীদের কাছে পৌঁছলো। উম্মুল

www.pathagar.com

মু'মিনীন হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার বদৌলতে এ নিপীড়িত বন্দীদের ভাগ্যে কখনো কখনো কিছু দানা পানি নসীব হতো।

ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে, এ বয়কটকাল সুদীর্ঘ তিন বছর পরে অবসান হয়েছিলো। এ সময় পর্দার অন্তরালে হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার কার্যক্রম উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে। এ সম্পর্কীয় সমস্ত বর্ণনাগুলো পর্যায়ক্রমে সাজানো হলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, যারা রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটাত্মীয় ছিলেন তারা তাদের আপনজনের চরম দুর্গতি দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। যেরূপ হেশাম মাখজুমী নিজেদের গোত্রের সরদার আবু তালিবের ভাগ্নেজুবায়েরের সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন ঃ "জোবায়ের তোমাদের কি লজ্জা নেই ? কি করে খাদ্যদ্রব্য তোমাদের কণ্ঠনালী থেকে নীচে যায় ? যখন তোমার মামার ভাগ্যে একটি দানাও জুটে না।" জুবায়ের আগে থেকেই অনুতপ্ত ছিলো! একথা শুনে তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো। সে উত্তর দিলোঃ "কি করব, আমি অপারগ এবং একাকী বলে অসহায়। যদি আর একজন লোকও আমার সাথী হয় তবে আমি এ অন্যায় চুক্তি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবো।"একথা শুনে হেশাম বললো ঃ "আমি তোমার সাথে থাকবো।" এরা দু'জনে মিলে মক্কার বিবেক সম্পন্ন লোকদের কাছে গেলো এবং আরো তিন ব্যক্তি তাদের সাথী হলো। এখন এ পাঁচজন মিলে কা'বা ঘরে গেলো। জুবায়ের কুরাইশদের লক্ষ্য করে বললো ঃ "হে মক্কাবাসী এটা কোন্ ধরনের ন্যায় বিচার যে, তোমরা সকলে আরামে থাকবে, পেট পুরে খাবে, আর হাশিমের বংশধরেরা ক্ষুধার তাড়নায় চিৎকার করবে। আল্লাহর কসম! যতক্ষণ না এ অন্যায় অবিচারমূলক চুক্তি ছিঁড়ে ফেলা হবে ততক্ষণ আমরা চুপ করে বসে থাকতে পারি না।" একথা শুনে অপর পক্ষ থেকে আবু জাহেল বললো ঃ "কেউ এ চুক্তিপত্র স্পর্শ করতে পারবে না।" জুবায়েরের সঙ্গী জোমরা সামনে এগিয়ে আবু জাহেলকে ভর্ৎসনা করে বললো ঃ "তুমি মিথ্যাবাদী ! যখন এ চুক্তিপত্র লেখা হয় তখনও আমরা রাজী ছিলাম না।"

কথা বাড়তে থাকলো এবং উভয় পক্ষে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হলো। এ সময় জুবায়েরের এক সাথী কোতয়েম বিন আদী হাত বাড়িয়ে ঝুলানো চুক্তিপত্র ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে দূরে নিক্ষেপ করলো। অতপর এ

www.pathagar.com

পাঁচজন যুবক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আবু তালেবের উপত্যকায় গেলে এবং অবরুদ্ধ লোকদেরকে বাইরে নিয়ে আসলো।

এ সময় হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার বয়স ছিল ষাট বছর। এ বৃদ্ধ বয়সে হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা যে সাহস, ধৈর্য, দৃঢ়তা এবং ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় দিয়েছেন, তা অনাগত পৃথিবীর ইসলামী আন্দোলনের মহিলা কর্মীদের জন্য উজ্জ্বল নমুনা হিসেবে চির ভাস্বর হয়ে থাকবে। শুধু নারীদের জন্যই নয়, পুরুষদের জন্যও তা অনুসরণীয় আদর্শ।

ইসলামী আন্দোলনের শোকের বছর

বনু হাশিম গোত্রের লোকেরা আবু তালিবের উপত্যকায় অবরুদ্ধ জীবনের চরম ও কঠিনতম পরীক্ষায় সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়ে ফিরে এলেন। কিন্তু দুই বয়োজ্যেষ্ঠ অভিভাবকেরই স্বাস্থ্য এ অবরোধের সময় ভেঙে পড়লো। একজন আবু তালেব অন্যজন হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা। এদের ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার আর সম্ভব হয়নি। কিছু দিন পরেই একের পর এক উভয়েই আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে ইহলোক ত্যাগ করলেন।

এ দুই সম্মানিত অভিভাবকের ইন্তেকালের কারণে ইসলামী আন্দোলন দু'জন শ্রেষ্ঠ এবং শক্তিশালী প্রকাশ্য সাহায্যকারী পৃষ্ঠপোষকের সাহায্য-সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে শোক ও আঘাত পেলেন তা অন্য কারো পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বছরকে শোকের বছর হিসেবে ঘোষণা করেন। প্রকৃতপক্ষেই এ বছর ব্যক্তিগতভাবে যেমন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য, তদ্রূপ ইসলামী আন্দোলনের জন্য ছিল শোকের বছর (আমুল হুযন)। আবু তালিব এবং হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁদের সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তি এবং ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে প্রাচিরের ন্যায় কাজ করছিলেন। তাঁদের কারণে কুরাইশরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আঘাত হানতে ইতস্তত করছিলো। এ সুদৃঢ় প্রাচিরের অবসানের ফলে কুরাইশদের আর কোনো বাধার প্রাচির থাকলো না। তারা এখন খোদ ইসলামী

www.pathagar.com

আন্দোলনের নেতাকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা করতে থাকলো।

রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শারীরিকভাবে যে অমানুষিক নির্যাতন করার করুণ কাহিনী ইসলামের ইতিহাসে পাওয়া যায়, প্রায় সকল ঘটনাই এ সময়ের মধ্যে ঘটেছে—পথিমধ্যে কাটা পুঁতে রাখা, নামাযের সময় মাথা ও ঘাড়ের উপরে উটের নাড়িভূঁড়ি চাপিয়ে দেয়া, গলায় চাদর লাগিয়ে টানাটানী করা, দুষ্ট ছেলেপেলেদের লেলিয়ে দেয়া এবং তাদের হাসির খোরাক বানানো, রাসূলের শরীর মোবারকের উপর খড়কুটো, ধূলাবালি নিক্ষেপ, পবিত্র কুরআনের বার্তাবাহক এবং কুরআনের বাণী প্রদানকারী অর্থাৎ হযরত জিবরাইল এবং স্বয়ং আল্লাহকে গালি দেয়া (নাউযুবিল্লাহ)। তায়েফের সফর এবং সেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র দেহকে প্রস্তরাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত করা, এ সমস্ত ঘটনাবলীই হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং আবু তালিবের ইন্তেকালের পরের ঘটনা।

এখন ইসলামের কট্টর দুশমন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আবু লাহাব খোলাখুলিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্যাতন করার সাহস পেয়ে গেলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই কোথাও কোনো সমবেত জনতার সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করতেন, ইসলামের দুশমন আবু লাহাব সাথে যেত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাথে বলত ঃ 'এ মিথ্যা বলছে'।

এ সময় সর্বাবস্থায় একমাত্র সাহায্যকারী ব্যক্তি ছিলেন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বার চত্বরে নামায পড়ছিলেন, ইত্যবসরে পাপিষ্ঠ আকাবা রাসূলের ঘাড়ে চাদর লাগিয়ে খুব জোরে ফাঁস দিয়ে টানতে লাগলো। এমন সময় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আক্কাবার কবল থেকে উদ্ধার করে বললেন ঃ "তোমরা কি শুধু এজন্য এ ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাও যিনি বলেন, আল্লাহ এক।" কিন্তু কুরাইশরা কি হত্যার পরিকল্পনা বাদ দিয়েছিলো ? না, তারা এক রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যার পরিকল্পনা তৈরী

www.pathagar.com

করলো। তখন মক্কায় টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়লো এবং দেশ ত্যাগের প্রয়োজন দেখা দিল। হিজরতের জন্য ঐশী প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হলো। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনা চলে গেলেন।

উম্মুল মু'মিনীন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার স্মরণ

উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ইন্তেকালের পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেশ কয়েকজন মহীয়সী মহিলাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং প্রত্যেকেই আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ইসলামী আন্দোলনকে মন-প্রাণ দিয়ে সাহায্য করেছেন। কিন্তু হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ইন্তেকালের ফলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা সারা জীবনে আর পূর্ণ হয়নি। হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার বিচ্ছেদে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হৃদয়ে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিলো তা কখনো সম্পূর্ণ উপশম হয়নি। তিনি আজীবন ইসলামের প্রথম পতাকাবাহী এবং প্রথম জীবন সঙ্গিনীর স্মরণ করতে থাকতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আর্থিক কুরবানীর কথা আত্মত্যাগের কথা মনে করতেন। তাঁর মূল্যবান পরামর্শ এবং আশ্বাস ও সান্ত্বনাপূর্ণ বাক্যসমূহের কথা উল্লেখ করতেন। এমন কি যখনই তার কোনো স্মৃতি দেখতেন অথবা তাঁর কোনো সখী বা ভগ্নীর আওয়াজ শুনতেন তখন তাঁর স্মরণে চোখের পাতা ভিজে উঠতো। এ প্রসঙ্গে কতিপয় ঘটনার কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। সর্বপ্রথম আমরা সেই বিখ্যাত হাদীসটির পুনরুল্লেখ করব যার উদ্ধৃতির মাধ্যমে আমরা হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার জীবন বৃত্তান্ত শুরু করেছিলাম।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, "হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের মধ্যে আর কারো প্রতি আমার এত ঈর্ষার উদ্রেক হতো না, যে পরিমাণ হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার প্রতি হতো। অথচ আমি তাঁকে দেখিওনি। ব্যাপার শুধু এই ছিলো যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই তাঁর কথা উল্লেখ করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো

www.pathagar.com

একটি বকরী জবেহ করলে তার গোশত ভাগ করে হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার সখীদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমীপে আরজ করতাম যে, আপনার কাছে মনে হয় খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছাড়া দুনিয়ায় আর কোনো স্ত্রী লোকই নেই ? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, হাঁ সে এরূপ এরূপ ছিলো।" 'এরূপ এরূপ' শব্দের ব্যাখ্যা নিম্ন বর্ণিত ঘটনার মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়ে যায় ঃ

একদা হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার এক বোন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করার জন্য আসলেন, ইসলামী তাহজীবের নীতি অনুসারে তিনি ঘরের দরজার সামনে অপেক্ষা করতে থাকলেন এবং ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন। তাঁর আওয়াজ অনেকটা হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার মত ছিলো। তাঁর আওয়াজ শোনা মাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার স্মৃতি জাগরুক হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হঠাৎ বলে উঠলেন ঃ "হালাহ হবে"। সেখানে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা উপস্থিত ছিলেন, একথা শুনে তাঁর ঈর্ষা হলো। তিনি বললেন ঃ "আপনি একজন বিগত যৌবনা বৃদ্ধা রমণীর কথা স্মরণ করছেন, যিনি ইন্তেকাল করেছেন। অথচ আল্লাহ তাআলা আপনাকে তাঁর চেয়ে অনেক উত্তম স্ত্রী দান করেছেন।"

একথার উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "আল্লাহর শপথ! কখনো নয়। আল্লাহ তাঁর চাইতে উত্তম স্ত্রী আমাকে দান করেননি। খাদিজা ঐ সময় আমার প্রতি ঈমান এনেছে, যখন সকল লোক আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে, তিনি ঐ সময় দীন প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের ধন-সম্পদ দিয়েছেন, যখন আর কেউ আমাকে সম্পদ দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলো না।"

উপরোক্ত হাদীস হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার উপরোক্ত বর্ণনার সাথে অনেকটা মিল আছে এ ধরনের অন্য একটি হাদীসে–

"যখন সকলে আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তখন তিনি আমাকে সত্যবাদী হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যখন আমার কোনো সাহায্য সহায়তাকারী ছিলো না, তখন তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন।"

www.pathagar.com

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি–

"নিজ যুগের মহিলাদের মধ্যে সর্বোত্তম ছিলেন ইমরান কন্যা মারইয়াম, আর সমকালীন মহিলাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন খুয়াইলিদ কন্যা খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা।"

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "দুনিয়ার মধ্যে সম্মানিত মহিলা কে কে? সে জন্য এ টুকুই জানা যথেষ্ট যে, তাঁরা হচ্ছেন—মারইয়াম, খাদিজা, ফাতিমা এবং আছিয়া।" এ হাদীস হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে শব্দের সামান্য পরিবর্তনসহ বর্ণিত আছে।

বদর যুদ্ধের সময় মক্কার কাফেরদের মধ্যে যারা মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছিলো, তাদের মধ্যে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামাতা আবুল আসও ছিলো। সে তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি। সে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদরের কন্যা যয়নবের স্বামী ছিলো। মুক্তিপণ হিসেবে সকলের নিকট থেকে যেমন অর্থ গ্রহণ করা হচ্ছিলো তদ্রূপ আবুল আসের কাছেও দাবী করা হলো, কিন্তু তখন তার হাত খালি ছিলো। সে বাড়ীতে খবর পাঠালো। যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা তখনও মক্কায় ছিলেন। তিনি নিজের গলার হার মুক্তিপণ হিসেবে পাঠিয়ে দিলেন। এ হার তার মা উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাকে বিয়েতে উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন প্রিয়তমা জীবন সঙ্গিনীর প্রদত্ত হার দেখলেন তখন তাঁর স্মৃতি মানসপটে ভেসে উঠলো এবং তিনি কেঁদে ফেললেন। সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ "যদি তোমরা চাও কন্যাকে তাঁর মার প্রদত্ত স্মৃতি উপহার ফেরত দিয়ে দাও।" সকলেই একবাক্যে রাজী হলেন এবং সে হার ফিরিয়ে দিলেন।

আল্লাহর লাখো কোটি রহমত বর্ষিত হোক, মু'মিনকুল জননী হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার উপর যাঁর প্রতি আখেরী নবী আজীবন সন্তুষ্ট ও খুশী ছিলেন এবং জীবনভর যাঁর কথা অহরহ স্মরণ করেছেন। আরো রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক উম্মুল মু'মিনীন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার উপরে যিনি সর্বপ্রথম ঈমান আনার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। আরো

www.pathagar.com

অফুরন্ত আশীষ বর্ষিত হোক হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার উপরে যিনি ইসলামী আন্দোলনের মূল শিকড়কে স্বীয় জান, মাল, সন্তান-সন্ততি এবং সর্বশক্তি দিয়ে মজবুত করেছিলেন। আল্লাহ সেসব নারীকে হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার তৌফিক দান করুন, যারা আজকের বিশ্বে ইসলামী আন্দোলনকে সর্বশক্তি দিয়ে সামনে এগিয়ে নেয়ার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ। আমীন !

সমাপ্ত

www.pathagar.com

আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১

বিক্রয় কেন্দ্র

৪৩৫/২-এ, বড় মগবাজার,
(ওয়ারলেস রেলগেট)
ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৩৯৪৪২

১০, আদর্শ পুস্তক বিপণী
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।

www.pathagar.com